[N.B. (i) The Bengali font used is SUTONNY MJ (ii) Open MATHUR, UJJALNILMONY and GOVINDALILAMRITAM by Adobe Illustrator]

# Details Information

## Specialized Univrsity for Chaitanyacharitamrita (SUC)

### ভূমিকা

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনটি পরিচালিত হইতেছে শ্রীল রূপগোস্বামীর দিব্য তত্ত্বাবধানে। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিরোনামে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সর্বত্র প্রচার করিতে প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করিবে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞানের আশীর্বাদ মানব সমাজে প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবমূর্ত্তি নিয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকটিত হন। জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকর্তা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন –

যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই বড় হয় হিত।।

অর্থাৎ যে কিছুই বোঝে না তাহারও এই অপূর্ব গ্রন্থ শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি জন্মিবে এবং রসিক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের রসের প্রেমময়ী রীতি জানিতে পারিবে।শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুনিলে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার হইবে।
এই শ্লোকটিতে জানা যায় যে গ্রন্থখানা সীমিত সংখ্যক মানুষের জন্য নয়, প্রত্যেকের কৃষ্ণে প্রীতি জন্মানোর জন্য লেখা হইয়াছে। যেজন অবুঝ সেও বুঝিবে।

অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে।।

(প্রেমফল — হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন দ্বারা শুরু এবং শেষ হচ্ছে মঞ্জরীগণের অনুগত হওয়ার ধ্যানমন্ত্র জপ করিয়া সখীদেহ প্রাপ্ত হইয়া কুঞ্জলীলায় প্রবেশ ও কুঞ্জসেবায় নিযুক্ত হওয়া।)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়াছেন যারে তারে এই প্রেমফল বিতরণ করিতে। কোনো প্রকার শর্ত আরোপ করা হয় নাই। দীক্ষা-পুরশ্চর্যা বিধিও অপেক্ষা না করে, অর্থাৎ দীক্ষা ও বিভিন্ন সংস্কার বিধি পালিত না হইলেও প্রতেকের নিকট প্রেমফল বিতরণ করিতে হইবে। গুরুপরম্পরা ধারায় সদ্ বৈষ্ণবগুরুর নিকটে যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা প্রেমফলটি আস্বাদন করিতে পারিবেন। প্রেমফলটি আস্বাদন করিতে অন্য কোনো উপায় নাই।

'আঠারো হাজার শ্লোকের প্রভুপাদের তাৎপর্য সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতম্ গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখা আছে—স্কুল এবং কলেজগুলিতেও শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা উচিত।'
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 'Preaching is the Essence' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের মহান দায়ীত্ব 'Cult of Vrindavana' সমস্ত জগতে প্রচার করা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দুই প্রকার সাধনার কথা লিপিবদ্ধ আছে —

বাহ্য, অন্তর, — ইহার দুইত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন।।
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।

(সিদ্ধদেহ — আমার আত্মা গোপীদেহ লাভ করিয়াছে।)

সুতরাং জীবগণকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' শ্রবণ-কীর্তন করিতে হইবে এবং গোপীদেহ পাইতে মঞ্জরীগণের 'ধ্যানমন্ত্র' জপ করিতে হইবে। উক্ত দুই প্রকার সাধনা একইসঙ্গে চলিতে থাকিবে।

গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।।

## গোপীকাদের অনুগত না হইলে ব্রজপুরে কুঞ্জলীলায় শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের সেবা করা যায় না।

বৈষ্ণব মহাজনগণ বলিয়াছেন – "বৃন্দাবনের প্রেমরসের স্থায়ীভাব চিত্তদ্রব।দ্রবীভূত চিত্তে কামের স্থান নেই। সুতরাং মঞ্জরীভাবের সাধনায় একদিকে দেহাত্ম বুদ্ধির বিলোপ ঘটে এবং অন্যদিকে কামের প্রভাবও পরাহত হয়। অন্য কোনো উপায়ে সম্পূর্ণরূপে কামবাসনার প্রভাবমুক্ত হইতে জীবসকল সক্ষম হয় না। মঞ্জরীভাবের সাধনায় আত্মা অপ্রাকৃত গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া কুঞ্জসেবায় প্রবেশ করে।"

শ্রীকৃষ্ণ আট বৎসর বয়সে রাসলীলার আনন্দ উপভোগের পর যখন শ্রীবলরামসহ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরাতে যান, তখন হইতে ব্রজবাসীগণ গভীর বিরহে ব্যাকুলিত হন। বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজন রাধারাণীর শতবর্ষের বিরহের গাঁথা বিভিন্ন গ্রন্থে লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অত্যন্ত মাধুর্যমন্ডিত ভাষায় এই বিরহভাবের বর্ণনা আছে। কুরুক্ষেত্রের স্যামন্তপঞ্চক তীর্থক্ষেত্রে শতবর্ষ পর বিরহব্যাকুলিত শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরহভাবের শেষ কথাবার্তা হইয়াছিল। রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইতে নিবেদন করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আর কোনোদিন বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান নাই। তিনি দ্বারকা হইতে স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া স্বদেহে অপ্রাকৃত গোলোকধামে ফিরিয়া যান। সেজন্য গোপিকাদের হৃদয়ে সর্বদা বিরহভাব জাগ্রত থাকে এবং সাধকের অন্তরে এই বিরহভাব অত্যন্ত গভীরে অনুভূত হয়। বিরহের অনুভূতি যখন অত্যন্ত তীব্র হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের স্তর লাভ হয়।

স্বকীয়াভাবের আলোচনা ও শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলনে আনন্দের আলোচনা দ্বারা সর্বরসের সার পরকীয়া ভাব প্রকাশিত হয় না। এইরূপ আলোচনায় শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহভাব মরমে অনুভূত হয় না এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'সাধ্যবস্তু' নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত জানা যাইবে না।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন--

জয় জয়োজ্জ্বল রস সর্বরস সার।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার।।

কুঞ্জলীলায় সখী-মঞ্জরীদের সেবার কথা বৈষ্ণব মহাজনগণ অনেক গ্রন্থে বিবরণ দিয়াছেন।শ্রীল রূপগোস্বামী রচিত 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'হংসদূত' গ্রন্থে সখীদের বিবরণ আছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত সংস্কৃত ভাষায় 'গোবিন্দলীলামৃতম্' গ্রন্থে সখী-মঞ্জরীদের সেবার বিস্তারিত বিবরণ লেখা আছে।শ্রীল যদুনন্দন দাস 'গোবিন্দলীলামৃতম্' গ্রন্থখানি বাংলা কবিতায় পয়ারছন্দে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'গোবিন্দলীলামৃতম্' গ্রন্থে বর্ণনা অনুযায়ী কুঞ্জসেবার একটি সংক্ষিপ্ত ছক (পঞ্চাশ কুঞ্জশোভিত) নিম্নে দেখানো হইয়াছে –

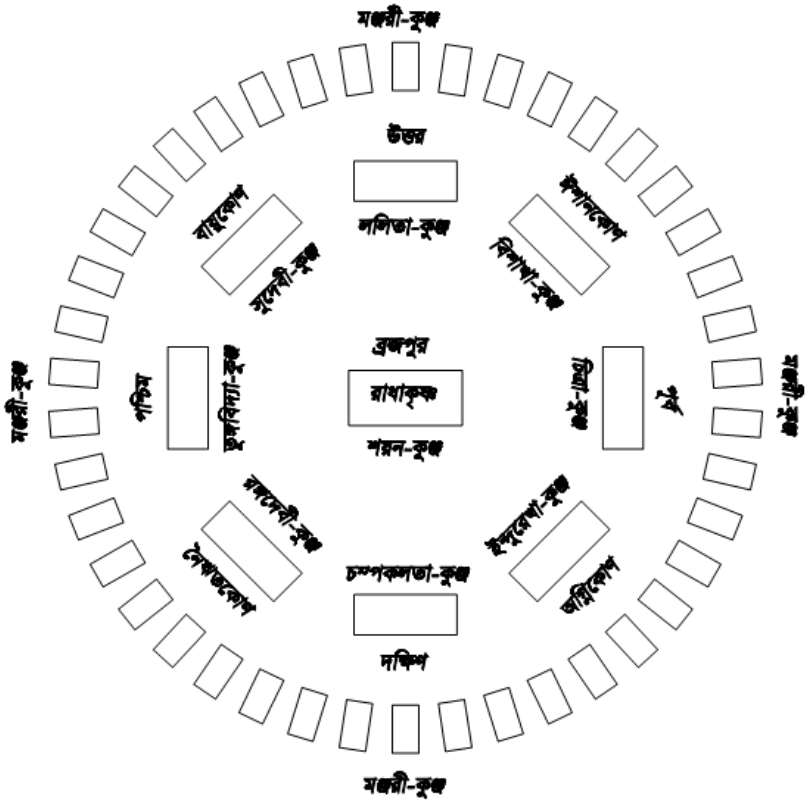

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর ।
দাস্য-বাৎসাল্যাদি– ভাবে না হয় গোচর ।।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি ।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি ।।
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায় ।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ।।

মহাপ্রভুর কৃপা, সখী হওয়ার ধ্যানমন্ত্র নিম্নে দেখ--

'কিশোরীতন্ত্রে' ষড়গোস্বামীদেরকে মঞ্জরী বলা হইয়াছে । ইহাতে মঞ্জরীদের ধ্যানমন্ত্র লেখা আছে । মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্র জপ করিতে করিতে সবাইকে কুঞ্জলীলায় যাইতে হইবে ।

রূপমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল রূপগোস্বামী)--

"গোরোচনা নিন্দি নিজাঙ্গকান্তিং মায়ূরপিঞ্ছাভ সূচীন বস্ত্রাম্ ।
শ্রীরাধিকাপাদ সরোজদাসীং রূপাখ্যকাং মঞ্জরিকাং ভজেহম্ ।।"

অনুবাদঃ- যাঁর অঙ্গকান্তি গোরোচনাকে নিন্দা করে, যিনি ময়ূর পিঞ্ছতুল্য সূচীন বস্ত্র ধারণ করেন এবং যিনি শ্রীমতী রাধারাণীর পাদপদ্মে দাস্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রূপমঞ্জরীকে আমি ভজন করি ।

লবঙ্গমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল সনাতন গোস্বামী)--

"চপলাদ্যুতি নিন্দি কান্তিকাং শুভতারাবলি শোভিতাম্বরাম্ ।
ব্রজরাজসুত প্রমোদিনীং প্রভজে তাং চ লবঙ্গমঞ্জরীম্ ।।"

অনুবাদঃ- যাঁর অঙ্গদ্যুতি বিদ্যুৎ কান্তিকে নিন্দা করে, যিনি শুভতারাবলিযুক্ত বস্ত্রে শোভিতা ও শ্রীকৃষ্ণ প্রমোদিনী, সেই লবঙ্গমঞ্জরীকে প্রকৃষ্টরূপে ভজন করি ।

সুবিলাসমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল জীব গোস্বামী)--

"স্বর্ণকেতকবিনিন্দিকায়কাং নিন্দিত ভ্রমর কান্তিকাম্বরাম্ ।
কৃষ্ণপদকমলোপসেবনীমর্চ্চায়ামি সুবিলাস মঞ্জরীম্ ।।"

অনুবাদঃ- যাঁর অঙ্গকান্তি স্বর্ণকেতকীকে ও বস্ত্র ভ্রমরকান্তিকে নিন্দা করে, যিনি অধিকরূপে শ্রীকৃষ্ণ পদকমল সেবা করেন, সেই সুবিলাসমঞ্জরীকে আমি পূজা করি ।

রতিমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী)--

"তারালিবাসোযুগলং বসানাং তড়িৎ সমানস্বতনুচ্ছবিঞ্চ ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাম্ ।।"

অনুবাদঃ- যাঁর বস্ত্র যুগল তারকা চিহ্নিত, অঙ্গচ্ছবি তড়িৎ সমান, শ্রীরাধিকার নিকটস্থা সেই সুন্দরী রতিমঞ্জরীকে ভজন করি ।

রসমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী)--

"হংসপক্ষরুচিরেণ বাসসা সংযুতাং বিকচচম্পক দ্যুতিম্ ।
চারুরূপগুণ সম্পদান্বিতাং সর্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে ।।"

অনুবাদঃ- যাঁর বসন হংস পক্ষের ন্যায় বিকচ চম্পকগৌরী এবং মনোহর গুণরূপ সম্পদযুক্তা, সেই রসমঞ্জরীকে সর্বদা ভজন করি ।

গুণমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী)--

"জবানিভদুকুলাঢ্যাং তড়িদালিতনুচ্ছবিঃ ।
কৃষ্ণামোদকৃতাপেক্ষাং ভজেহং গুণমঞ্জরীম্ ।।"

অনুবাদঃ-যাঁর বসন জবাপুষ্পবৎ এবং তনুচ্ছবি তড়িৎ পুঞ্জবৎ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের আমোদকে অপেক্ষা করেন, সেই গুণমঞ্জরীকে ভজন করি ।

কস্তুরীমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী)-

বিশুদ্ধহেমাব্জকলেবরাভ্যাং কাচদ্যুতিচারুমনোজ্ঞচেলাম্ ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজাম্যহং কস্তুরীমঞ্জরীকাম্ ।।

অনুবাদঃ- বিশুদ্ধ হেমকমলবৎ যাঁহার অঙ্গকান্তি ও কাচদ্যুতিবৎ মনোজ্ঞ বস্ত্র পরিহিতা, যিনি শ্রীরাধার নিকটে বাস করেন সেই কস্তুরীমঞ্জরীকে আমি ভজন করি ।

মঞ্জুলালীমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী)-

প্রতপ্তহেমাঙ্গরুচিং মনোজ্ঞাং শোণাম্বরাং চারুসুভূষণাঢ্যাম্ ।
শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং তাং মঞ্জুলালীং নিয়তং ভজামি ।।

অনুবাদঃ- যিনি প্রতপ্ত স্বর্ণবৎ মনোহরদেহা, রক্তাম্বরা, চারুভূষণাঢ্যা ও শ্রীরাধিকাপাদাব্জদাসী, সেই মঞ্জুলালীমঞ্জরীকে আসক্তিসহকারে ভজন করি ।

## প্রথম ভাগ (সবার জন্য উন্মুক্ত)

### শিক্ষা কার্যক্রম

**(১)** প্রতি বৎসর ০২ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হইবে। কার্যক্রম (২+৩)=৫ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাসমূহে প্রতিদিন (৫০+৫০)=১০০ মিঃ অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর বাৎসরিক কার্য দিবস ও ছুটির তালিকা অনুযায়ী ছুটি ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৪) ১ জুন--৪ জুন মঞ্জরীদের আটটি ধ্যানমন্ত্র আলোচনা করা হইবে। Mark sheet পাইতে ক্লাসে উপস্থিতির হার শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ থাকিতে হইবে।

(৫) যাহাদের SSC বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা বিষয় নাই, সেই সকল ছাত্র/ছাত্রীদেরকে ২ জুলাই হইতে ১৬০ (এক শত ষাট) ঘন্টা বাংলাভাষা শেখানো হইবে। ১৭ জুন ২ (দুই) ঘন্টা ও ৫০ (পঞ্চাশ) মার্কের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। বিভাগে ভর্তির যোগ্যতার জন্য পরীক্ষায় কমপক্ষে ২০ (কুড়ি) মার্ক পাইতে হইবে।

### পরীক্ষা পদ্ধতি

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের Written Test এ অংশগ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা লেখাপড়া করিতে পারে না, তাহারা Oral Test এ অংশগ্রহণ করিবে।

(২) চৈতন্যচরিতামৃতের **Compulsory** পরীক্ষার জন্য মোট ছয়টি প্রশ্ন উত্তরসহ সরবরাহ করা হইবে। পূর্ণ মার্ক–১৫০ ধার্য থাকিবে।

(৩) পরীক্ষা নিম্নে লেখা কর্মসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে:

(ক) ১২ জুলাইয়ের মধ্যে যেকোনো ১ দিনে ১ নম্বর প্রশ্নের Written Test, সময়-৩০ মিঃ, মার্ক-৩০, একই দিনে পর পরই Oral Test এ অংশগ্রহণ-প্রতিজন ১০ মিঃ সময় পাইবে।

(খ) ১২ আগস্টের মধ্যে যেকোনো ১ দিনে ২ নম্বর প্রশ্নের Written Test, সময়-৩০ মিঃ, মার্ক-৩০, একই দিনে পর পরই Oral Test এ অংশগ্রহণ-প্রতিজন ১০ মিঃ সময় পাইবে।

(গ) ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১ম সপ্তাহের মধ্যে যেকোনো ১ দিনে ৩ নম্বর প্রশ্নের Written Test, সময়-৪০ মিঃ, মার্ক-৩০, একই দিনে পর পরই Oral Test এ অংশগ্রহণ-প্রতিজন ২০ মিঃ সময় পাইবে।

(ঘ) ১২ অক্টোবরের মধ্যে ১ম সপ্তাহের মধ্যে যেকোনো ১ দিনে ৪ নম্বর প্রশ্নের Written Test, সময়-৪০ মিঃ, মার্ক-২৭, একই দিনে পর পরই Oral Test এ অংশগ্রহণ-প্রতিজন ২০ মিঃ সময় পাইবে।

(ঙ) ১২ নভেম্বরের মধ্যে ১ম সপ্তাহের মধ্যে যেকোনো ১ দিনে ৫ নম্বর প্রশ্নের Written Test, সময়-২০ মিঃ, মার্ক-১৫, একই দিনে পর পরই Oral Test এ অংশগ্রহণ-প্রতিজন ১০ মিঃ সময় পাইবে।

(চ) ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ৬ নম্বর প্রশ্নের Written Test, সময়-২০ মিঃ, মার্ক-১৮, একই দিনে পর পরই Oral Test এ অংশগ্রহণ-প্রতিজন ১০ মিঃ সময় পাইবে।

### উত্তরপত্র পরীক্ষণ

(১) শাখাসমূহ নিজ কেন্দ্রে পরীক্ষার খাতা সরবরাহ করিবে অথবা ছাপানো খাতা কেন্দ্রীয় কার্যালয় হইতে শাখাসমূহে সরবরাহ করা হইবে। প্রাপ্ত মার্কের প্রতিটি উত্তরপত্র প্রার্থীকে ফেরত প্রদান করা যাইবে। প্রাপ্ত মার্কের অনুলিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাসমূহ সংরক্ষণ করিবে।

(২) Ph.D ডিগ্রিধারী ব্যক্তিগণের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা/Class Test/Tutorial/ Dissertation/Thesis পরীক্ষাসমূহে Free Entrance থাকিবে।

## ভর্তির যোগ্যতা

(১) যেকোনো বয়সের সকলেই কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। ভর্তি ফি ৫ (পাঁচ) টাকা অফিসে জমা দিয়া মেধা তালিকার ছাত্র/ছাত্রীগণ প্রাপ্ত মার্কের কপি গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) ছাত্র/ছাত্রীগণের কর্মস্থল বৎসরের মধ্যে বদলী হইলে বদলীকৃত স্থানে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। এজন্য আবেদন পত্র পেশ করিলে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) দীক্ষা পাওয়ার পর ভক্তের স্বল্পতম সময়ের মধ্যে Specialized University for Chaitanyacharitamrita (SUC) এর ছাত্র/ছাত্রী রূপে ভর্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## প্রশ্নপত্র

## (compulsory)

সময়–তিন ঘণ্টা পূর্ণ মার্ক–১৫০

৭৩। বৈধিভক্তিতে ব্রজভাব পাওয়া যায় না, রাগানুগ-মার্গেই মাধুর্যরসের ভক্তগণ সখীভাবে কুঞ্জসেবায় প্রবেশ করিতে পারেন। ইহার সমর্থনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত দশটি শ্লোক লিখ। ৩০

৭৪। রায় রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর আলোচনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের 'সাধ্যবস্তু ও শেষপ্রাপ্তি' নির্ণয় করিলেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে চারটি শ্লোক লিখ এবং রামানন্দ প্রভু রচিত শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহভাবের গীতটি লিখ ও গীতটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। ১২+১০+৮=৩০

৭৫। কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চক তীর্থক্ষেত্রে শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে অত্যন্ত মাধুর্যমন্ডিত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহভাবের শেষ কথাবার্তা হইয়াছিল। তখন রাধারাণীর মনের ভাবনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখিত চারটি শ্লোক লিখ। রাধারাণী কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে আবেদন করেন এবং সেই আবেদনের বর্ণনা প্রসঙ্গে এগারোটি শ্লোক উল্লেখ্য কর। ৬+৯+১৫=৩০

৭৬। স্যমন্তপঞ্চক তীর্থক্ষেত্রে রাধারাণী কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে আবেদন করিলে ব্রজে ফিরিয়া আসিবার জন্য কৃষ্ণ রাধারাণীকে আশ্বাস দেন। বিরহভাবে এই আশ্বাসবাণীর বর্ণনা প্রসঙ্গে সাতটি শ্লোক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে লিখ। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণ রাধারাণীকে একটি শ্লোক বলেন, শ্লোকটি অর্থসহ উল্লেখ কর। ২১+৩+৩=২৭

৭৭। রাধারাণীকে আশ্বাস দিলেও শ্রীকৃষ্ণ আর কোনোদিন বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই প্রসঙ্গে সাধক যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা সংক্ষেপে লিখ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণবকবি চন্ডীদাসরচিত গীত শুনিতেন, এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত দুইটি শ্লোক লিখ। রাধিকার বিরহভাবে অশ্রুসিক্ত চন্ডীদাস রচিত তিনটি চরণ লিখ।
৩+৩+৯=১৫

৭৮। 'কিশোরীতন্ত্র' গ্রন্থে ষড়গোস্বামীদেরকে মঞ্জরী বলা হইয়াছে। মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্র জপ করিয়া সখীদের অনুগত এবং সখী হইয়া কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করা যায়। মঞ্জরীগণের আটটি ধ্যানমন্ত্র হইতে যেকোনো তিনটি ধ্যানমন্ত্র (অর্থ নহে) লিখ। ১৮

## উত্তরপত্র

৭৩। সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।।
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ-তার এক বিন্দু।।
কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে।।
রায় কহে,– কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত'।
নিরন্তর কামক্রীড়া– যাঁহার চরিত।।
রাত্রি-দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে।।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর ।
দাস্য-বাৎসাল্যাদি– ভাবে না হয় গোচর ।।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি ।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি ।।
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায় ।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ।।
সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয় ।
বেদধর্মলোক ত্যজি' সে কৃষ্ণে ভজয় ।।

৭৪ । যেবা 'প্রেম-বিলাস-বিবর্ত' এক হয় ।
তাহা শুনি' তোমার সুখ হয়, কিনা হয় ।।
এত বলি' আপন-কৃত গীত এক গাহিল ।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ।।
প্রভু কহে,– সাধ্যবস্তুর 'অবধি' এই হয় ।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয় ।।
'সাধ্যবস্তু' সাধন বিনু কেহ নাহি পায় ।
কৃপা করি' কহ, রায়, পাবার উপায় ।।
"পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ।।
না সো রমণ, না হাম রমণী ।
দুহুঁ-মন মনোভব পেষল জানি' ।।
এ সখী, সে-সব প্রেমকাহিনী ।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি' ।।
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্ ।
দুহুঁকেরি মিলনে মধ্য ত পাঁচবাণ ।।
অব সোহি বিরাগ, তুহুঁ ভেলি দূতী ।
সু-পুরুখ-প্রেমকি ঐছন রীতি ।।"

এটি রামানন্দ প্রভু রচিত রাধারাণীর বিরহভাবের গীত। মিলনের পূর্বরাগ-সময়ে পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় থেকে 'রাগ' বলে একটি ভাবের উদয় হয়। আবার, এখন বিচ্ছেদের সময়ে সেই রাগ 'বিরাগ' হওয়ায়, অর্থাৎ বিশিষ্ট রাগ বা বিচ্ছেদ-গত রাগ বা অধিরূঢ়ভাবরূপে, হে সখি, তুমি দূতীরূপে কাজ করছ। সুপুরুষের প্রেমের রীতি-নীতি এই রকম। বৃন্দাবন লীলাতেই রাধারাণীর বিরহভাব প্রকাশিত হয়। তারপর মহাপ্রভু 'সাধ্যবস্তু' পাওয়ার উপায় বর্ণনা করিতে বলিলেন। পরকীয়াভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহভাবে আকৃষ্ট হইলে কুঞ্জসেবায় প্রবেশ করা যায়। ইহাই জীবের 'সাধ্যবস্তু ও শেষপ্রাপ্তি' যাহা মহাপ্রভু নির্ণয় করিলেন। (চৈঃচঃমঃলী-১, ৮-১৯৪ এর তাৎপর্য দেখ)

৭৫ । কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চক তীর্থক্ষেত্রে রাজবেশী কৃষ্ণের সম্মুখে সখীগণ সঙ্গে শ্রীরাধিকার মনের ভাবনা–

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন ।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন ।।

রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন ।
কাঁহা গোপ-বেশ, কাঁহা নির্জন বৃন্দাবন ।।
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন ।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ।।
তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে ।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ।।

কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে শ্রীমতী রাধিকার কাতর আবেদন–

অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন ।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম ।।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ ।।
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি ।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ।।
ইহাঁ রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন ।।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন ।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ ।।
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে ।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত' পূরণে ।।
প্রাণনাথ, শুন মোর সত্য নিবেদন ।
ব্রজ-আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ।।
বৃন্দাবন, গোবর্ধন, যমুনা-পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা ।
সেই ব্রজের ব্রজজন, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ,
বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা ।।
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায় ।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ।।
না গণি আপন-দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে ।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে?
তুমি-ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ ।

কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ ।।

৭৬ ।ব্রজবাসীদের প্রেমের মহিমা শ্রবণ করিয়া, তিনি নিজেকে তাঁহাদের কাছে 'ঋণী' বলিয়া মনে করিয়া, কৃষ্ণ রাধারাণীকে আশ্বাস দেন–

শুনিয়া রাধিকা বাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি',
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন ।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি' আপনাকে 'ঋণী' মানি',
করে কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ।।
প্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এ-সত্য-বচন ।
তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোনো জন ।।
ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম ।
তাঁর মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ।।
তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল ।
তোমা-সবা ছাড়াঞা, আমা দূর-দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল ।।
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি ।
তোমা-সনে ক্রীড়া করি', নিতি যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মানহ মোর স্ফূর্তি ।।
মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম-পরম প্রবল ।
লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে,
প্রকটৈহ আনিবে সত্ত্বর ।।
তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে ।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে,
বিলসিব রজনী-দিবসে ।।
তারপর ... এত তাঁরে কহি' কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি' শুনাইল ।
সেই শ্লোক শুনি' রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তে প্রতীতি হইল ।।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ হইয়া শ্রীমতী রাধারাণীকে নিম্নের শ্লোকটি শুনাইলেন--

ময়ি ভক্তির্হি ভূতনামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ।।

"জীব আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়ার ফলে অমৃতত্ত্ব লাভ করে । হে ব্রজবালাগণ, তোমরা যে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ, তাহা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক, কেননা, এই অনুরাগই আমাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় ।" (শ্রীমদ্ভাগবতম্- ১০/৮২/৪৪)

৭৭ । শ্রীমতী রাধারাণীকে আশ্বাস দিলেও কৃষ্ণ আর কোনোদিন বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই । সেইজন্য সাধকের হৃদয়ে সর্বদা রাধারা ণীর বিরহভাব জাগ্রত থাকে । তখন সাধক কুঞ্জসেবায় প্রবেশ করিতে যোগ্যতা অর্জন করিবেন এবং মঞ্জরীদের ধ্যানমন্ত্র জপ করিয়া গোপীদেহ লাভ করিয়া কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করিবেন । ইহাই জীবের 'শেষ প্রাপ্তি' ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চন্ডীদাসরচিত গীত শুনিতেন, এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক-

বিদ্যাপতি, জয়দেব, চন্ডীদাসের গীত ।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত ।।
বিদ্যাপতি চন্ডীদাস গীতগোবিন্দ ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ।।

রাধিকার বিরহভাবে অশ্রুসিক্ত হইয়া চন্ডীদাস গাইলেন–

(আমার) উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার ।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী চরণ সার ।।
(আমার) উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা ।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়ান তাঁরা ।।
(আমার) গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি ।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হইল আঁখি ।।

৭৮ । এখানে লিখিত আটটি ধ্যানমন্ত্র হইতে যেকোনো তিনটি ধ্যানমন্ত্র (অর্থ নহে) লিখ ।

রূপমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল রূপগোস্বামী)--

"গোরোচনা নিন্দি নিজাঙ্গকান্তিং মায়ূরপিঞ্ছাভ সূচীন বস্ত্রাম্ ।
শ্রীরাধিকাপাদ সরোজদাসীং রূপাখ্যকাং মঞ্জরিকাং ভজেহম্ ।।"

লবঙ্গমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল সনাতন গোস্বামী)--

"চপলাদ্যুতি নিন্দি কান্তিকাং শুভতারাবলি শোভিতাম্বরাম্ ।
ব্রজরাজসুত প্রমোদিনীং প্রভজে তাং চ লবঙ্গমঞ্জরীম্ ।।"

সুবিলাসমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল জীব গোস্বামী)--

"স্বর্ণকেতকবিনিন্দিকায়কাং নিন্দিত ভ্রমর কান্তিকাম্বরাম্ ।
কৃষ্ণপদকমলোপসেবনীমর্চ্চায়ামি সুবিলাস মঞ্জরীম্ ।।"

রতিমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী)--

"তারালিবাসোযুগলং বসানাং তড়িৎ সমানস্বতনুচ্ছবিঞ্চ ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাম্ । ।"

রসমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী)--

"হংসপক্ষরুচিরেণ বাসসা সংযুতাং বিকচচম্পক দ্যুতিম্ ।
চারুরূপগুণ সম্পদান্বিতাং সর্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে । ।"

গুণমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী)--

"জবানিভদুকুলাঢ্যাং তড়িদালিতনুচ্ছবিঃ ।
কৃষ্ণামোদকৃতাপেক্ষাং ভজেহং গুণমঞ্জরীম্ । ।"

কস্তুরীমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী)-

বিশুদ্ধহেমাব্জকলেবরাভ্যাং কাচদ্যুতিচারুমনোজ্ঞচেলাম্ ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজাম্যহং কস্তুরীমঞ্জরীকাম্ । ।

মঞ্জুলালীমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী)-

প্রতপ্তহেমাঙ্গরুচিং মনোজ্ঞাং শোণাম্বরাং চারুসুভূষণাঢ্যাম্ ।
শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং তাং মঞ্জুলালীং নিয়তং ভজামি । ।

.....

**দ্বিতীয় ভাগ (বিভাগীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য)**

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ (চার)টি বিভাগঃ (ক) আদিলীলা বিভাগ, (খ) মধ্যলীলা বিভাগ (প্রথম), (গ) মধ্যলীলা বিভাগ (দ্বিতীয়), (ঘ) অন্তলীলা বিভাগ ।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৩০ জন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাংলা বিষয়ে SSC পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং শতকরা ৭০ জন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও ভাষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইবে । তবে শর্ত থাকে যে, শতকরা ৭০ জন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও ভাষার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি কোটা পূরণ না হলে সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করে সমন্বয় হবে । তবে এই ভর্তি কোনোক্রমেই ১০০% এর উপরে যাবে না । বিশ্ববিদ্যালয়ে Pre-Ph.D তে ভর্তির জন্য সকল ছাত্র/ছাত্রীদের Bachelor degree বা সমমানের পরীক্ষা পাশ আবশ্যক । আবেদনপত্র online এ জমা দিবে ।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph.D তে ভর্তির জন্য সকল ছাত্র/ছাত্রীদের Master degree বা সমমানের পরীক্ষা পাশ আবশ্যক । APPLICATION FOR SCHOLARSHIP ফরমটি পূরণ ক'রে online এ জমা দিবে (বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি এর 2.b এর নির্দেশনা মোতাবেক) ।

(৪) ভর্তিযোগ্য প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী ১০ (দশ) টাকা ভর্তি ফি অফিসে জমা দিবে ।

(৫) Chancellor or his official representative বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পদে নিয়োগ দিবেন । অধ্যাপকগণ বাংলা ভাষায় ক্লাসে বক্তৃতা করিবেন ।

(৬) প্রতি রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি (৫০+৫০)=১০০ (একশ) মিঃ অনুযায়ী ক্লাস অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৭) পাঁচ বৎসরে Pre-Ph.D+Ph.D এর প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে কমপক্ষে (৬+২)=৮(আট)টি Class Test/Tutorial পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে । প্রতিটি Class Test/Tutorial এর মার্ক (১০+১০=২০) ও ২০ (বিশ) এবং সময় ২০ (বিশ) ও ৩০ (ত্রিশ) মিঃ নির্ধারিত থাকিবে ।

(৮) 1st Semester এর চূড়ান্ত পরীক্ষা শীতকালীন বন্ধের পূর্বে শেষ হইবে । 2nd Semester এর চূড়ান্ত পরীক্ষা জুন ৩০ তারিখের মধ্যে শেষ হইবে (For Pre-Ph.D) । Grade নির্ধারণ করিয়া পরীক্ষার ফলাফল জুন ২৯ তারিখে ঘোষণা করা হইবে (For Ph.D) ।

(৯) প্রথমভাগের নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে হইবে ।

(১০) ছাত্র/ছাত্রীগণ mark sheet ও পরীক্ষা পাশের certificate গ্রহণ করিবে। নির্ধারিত grade $B^+$- ৫০% ও ৬০% এর কম, grade $A^-$ - ৬০% ও ৮০% এর কম, grade $A^+$- ৮০% বা অধিক প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য। (মার্ক ৫০% এর কম- grade $B^+$ এর কম হলে অকৃতকার্য বুঝাইবে)

(১১) পরীক্ষায় শুধুমাত্র grade $B^+$ পাওয়ার প্রয়োজনে প্রতি ৫০(পঞ্চাশ)টি ক্লাসে উপস্থিতির জন্য ১ মার্ক হিসাবে অতিরিক্ত পাইতে পারে ।প্রাপ্ত মার্কের প্রতিটি উত্তরপত্র প্রার্থীকে ফেরত প্রদান করা যাইবে ।

(১২) ছাত্র/ছাত্রীকে কোনো Subject এ Retake বা Improvement নিতে হলে তাহাকে ৩০ জুনের মধ্যে স্ব স্ব অফিসে দরখাস্ত জমা দিতে হইবে ।

(১৩) যাহারা ফলাফল বাতিল করিবে/grade $B^+$ পাইতে অসমর্থ হইবে, তাহারা পরবর্তী যে কোনো বৎসরে পুনরায় ভর্তি ফি ১০(দশ) টাকা জমা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিবে এবং সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিবে। তাহারা কোনো scholarship পাইবে না ।

(১৪) কৃতী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে Pre-Ph.D/Ph.D প্রদান করা হইবে ।

(১৫) প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পর অর্ডিন্যান্স রিভিউ করা হইবে। কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তাহা প্রধান কার্যালয়, রাধাকু-অফিসে জমা দিতে হইবে ।